সর্বোচ্চ ৩৪.৫°
সর্বনিম্ন ২৫.৭°
শিলিগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৯০ শতাংশ
শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ *আংশিক মেঘলা আকাশ*

আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ অক্টোবর ২০১৭ তেরো

ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের বিরুদ্ধে ফের অনিয়মের অভিযোগ

শিলিগুড়ি পুরনিগম

১২ অক্টোবর ঃ অভিযোগ দীর্ঘদিনের। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের চূড়ান্ত 'অনিয়ম' বন্ধ করা যায়নি হাজার চেষ্টাতেও। দালালচক্র সক্রিয় আজও। কারও ট্রেড লাইসেন্স হয়ে যায় একদিনে, কারও আবার দুই মাস ঘুরেও মেলে না। সব মিলিয়ে রীতিমতো ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে ট্রেড লাইসেন্স বিভাগ। এমনটাই অভিযোগ পুরনিগমের বিরোধী দলগুলির। ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টি নিয়ে মেয়রকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় মাস কয়েক আগে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে বদলি করে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর বেশ কিছুদিন সব ঠিকঠাক চললেও আবার যে-কে-সেই। ফের অনিয়মের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের বিরুদ্ধে। এর আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১ আগস্ট থেকে সাধারণ মানুষের হয়রানি রুখতে নতুন ট্রেড লাইসেন্স কিংবা ট্রেড লাইসেন্স রিনিউ করা হবে প্রতিটি বরো অফিস থেকে। কিন্তু অক্টোবরেও তা চালু করা যায়নি। যার ফলে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকারের অভিযোগ, 'আমরা তৃণমূল কাউন্সিলাররা পুরো বিষয়টি নিয়ে মেয়রকে চিঠি দিয়েছি। ট্রেড লাইসেন্স বিভাগ নিয়ে সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে প্রতিদিন অভিযোগ জানাচ্ছেন। কারও নতুন ট্রেড লাইসেন্স একদিনের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে, আবার কারও লাইসেন্স পেতে একমাস বা দুইমাস সময় লেগে যাচ্ছে।' রঞ্জনবাবুর অভিযোগ, 'যাদের লাইসেন্স পেতে দেরি হচ্ছে তাদের পরিষ্কার করে বলেও দেওয়া হচ্ছে না কী কারণে তাদের দেরি হচ্ছে। যার ফলে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। যে দালালচক্র ট্রেড লাইসেন্স বিভাগে আগে সক্রিয় ছিল, এখনও সেই পরিস্থিতিই রয়েছে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা সুজয় ঘটকের অভিযোগ, 'আমাদের কাছেও এমন অভিযোগ আসছে। ট্রেড লাইসেন্স করতে দেড়-দুই মাস সময় লেগে যাচ্ছে অনেকের। ওই বিভাগে স্বচ্ছতা আনতে পরিবর্তন আনা হল ঠিকই, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি।' বিষয়টি নিয়ে মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, '১ আগস্ট নতুন ট্রেড লাইসেন্স কিংবা ট্রেড লাইসেন্স রিনিউ বরো অফিসের মাধ্যমে চালু হওয়ার কথা ছিল ঠিকই, আমরা তা করবও। কিন্তু তা চালু করতে হলে তো কর্মীরও প্রয়োজন হবে। তবে অনিয়মের কথা রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের মুখে মানায় না। গোটা রাজ্যজুড়েই তো অনিয়মের সরকার চলছে। তারা আবার অনিয়মের কথা বলছে।'

> যে দালালচক্র ট্রেড লাইসেন্স বিভাগে আগে সক্রিয় ছিল, এখনও সেই পরিস্থিতিই রয়েছে।
> —রঞ্জন সরকার, বিরোধী দলনেতা

> অনিয়মের কথা রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের মুখে মানায় না। গোটা রাজ্যজুড়েই তো অনিয়মের সরকার চলছে।
> —অশোক ভট্টাচার্য, মেয়র

শিলিগুড়ি গেটের কাজ দ্রুত শেষ করতে বৈঠক ডাকল এনবিডিডি

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ 'শিলিগুড়ি গেট'-এর কাজ দ্রুত শুরু করতে উদ্যোগী উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর (এনবিডিডি) জট কাটাতে সোমবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকল। উত্তরকন্যায় দপ্তরের প্রধান সচিব সোমবার দুপুরে ওই কাজের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার আধিকারিকদের পাশাপাশি এই গেট তৈরির সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত অন্য সমস্ত সংস্থার কর্তাদের বৈঠকে ডেকেছেন। বৈঠকের পরই যাতে কাজ শুরু করা সম্ভব হয় সেই পরিকল্পনা রয়েছে বলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ রায় জানিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি হওয়ার পরে ২০১১ সালে দপ্তরের তৎকালীন মন্ত্রী গৌতম দেব শিলিগুড়ির পরিচিতি হিসাবে শহরে ঢোকার বিভিন্ন রাস্তায় গেট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার প্রথমটির কাজ শুরু হয়েছিল দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারেটের সদর দপ্তরের সামনের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৮৫ টাকা। কংক্রিটের পিলার তুলে তার ওপরে লোহার কাঠামো তৈরির কাজও প্রায় শেষ। নকশা অনুযায়ী ওই কাঠামোর ওপরে স্তম্ভ বসানোর কথা ছিল। যে স্তম্ভের বেশিরভাগটাই কাচ দিয়ে তৈরি। কিন্তু কাজের শেষ দিকে এসে ধরা পড়ে যেভাবে কাচের স্তম্ভ বসানো হচ্ছে জোরে হাওয়া হলে সেটি ভেঙে পড়ে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই অবস্থায় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই দপ্তরের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নির্দেশে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় রাইটস্‌কে দিয়ে ফের সমীক্ষা করানোর পর নকশায় বিভিন্ন খুঁত ধরা পড়ে। রাইটস্-এর রিপোর্টেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। আগামী সোমবার উত্তরকন্যায় এই গেট তৈরির কাজে বিভিন্নভাবে যুক্ত সমস্ত সংস্থার কর্তাদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে প্রধান সচিব বরুণ রায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব শিলিগুড়ি গেটের কাজ শুরু হোক। সেই জন্য গেটের নকশায় কিছু বদল হবে। সেসব নিয়েই সোমবার বৈঠক ডাকা হয়েছে। আশা করছি আগামী মাস থেকেই কাজ শুরু করা যাবে।'

পার্সেলকে ঘিরে জাবরাভিটায় বোমাতঙ্ক

পার্সেল পরীক্ষা করে দেখছেন এক পুলিশকর্মী। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার সকালে পরিত্যক্ত একটি পার্সেলকে কেন্দ্র করে বোমাতঙ্ক ছড়াল শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন জাবরাভিটায়। এখানকার হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দেবনারায়ণ চৌধুরির বাড়ির পাশের একটি ঝোপে পার্সেলটি দেখতে পান স্থানীয়রা। বোমের আতঙ্ক ছড়ায় তাঁদের মধ্যে। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। পার্সেলটি ভালোমতো সিল থাকায় ভিতরে কী রয়েছে তা বুঝতে পারেনি পুলিশ। খবর দেওয়া হয় সিআইডি-র বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। বম্ব স্কোয়াড কুকুর নিয়ে ওই এলাকায় যায়। বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা পার্সেলটি খুললে দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি হটপট। স্বস্তি পান এলাকার বাসিন্দারা। তবে পার্সেলটিতে রেলওয়ে বুকিংয়ের কাগজ লাগানো থাকায় এবং পাশে রেললাইন থাকায় পুলিশের অনুমান রেলের লাগেজ ভ্যান থেকে ওই পার্সেলটি চুরি করা হয়েছিল। কোনো কারণে দুষ্কৃতীরা তা ফেলে রেখে পালিয়েছে। স্থানীয় অনেকেই জানিয়েছেন, প্রায়দিনই রাতের দিকে এখানে মালগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। ওই গাড়িগুলি থেকে পার্সেল চুরির একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলেও অনেকের অভিযোগ। রেল পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

ডিসকাউন্ট সেল

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ এই প্রথম শিলিগুড়িতে সিটি গার্ডেনের ছাদের তলায় ১০টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডকে জায়গা করে দেওয়া হল। উৎসবের মরশুমের জন্য ডিরেক্ট ডিসকাউন্ট সেলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ক্রয়ের সঙ্গে পাওয়া যাবে নানা উপহার।

শক্তিগড়ের রবীন্দ্র মঞ্চের জমি নিয়ে খোঁজ শুরু করল রাজ্য সরকার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ শক্তিগড় রবীন্দ্র মঞ্চ নিয়ে বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়তে চাইছে না। এবার রবীন্দ্র মঞ্চের জমি আদৌও পুরনিগমের কি না তা নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবারই বিষয়টি জানিয়েছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। অপরদিকে, রবীন্দ্র মঞ্চ রাজ্য সরকারই দেখাশোনা করুক, চাইছে শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের পরিচালন সমিতি। শীঘ্রই তারা বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চলেছে। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর লিখিত আকারে পুরনিগমকে রবীন্দ্র মঞ্চের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য।

শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের রবীন্দ্র মঞ্চ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। রবীন্দ্র মঞ্চ কে আগে উদ্‌বোধন করবে তা নিয়ে পুরনিগম এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মধ্যে তৈরি হয় টানাপোড়েন। এই টানাপোড়েন চলতে থাকার মাঝেই রবীন্দ্র মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করে ফেলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে উদ্‌বোধন হয় শক্তিগড়ের রবীন্দ্র মঞ্চের। এরপরেই ১৪ তারিখ ফের রবীন্দ্র মঞ্চ উদ্‌বোধনের সিদ্ধান্ত নেয় শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই রবীন্দ্র মঞ্চে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে নিজেদের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় পুরনিগম। এরপরেই মেয়র অশোক ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রবীন্দ্র মঞ্চ পুরনিগমের সম্পত্তি হলেও কেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তালা ঝোলাল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাই এবার রবীন্দ্র মঞ্চের জমি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। জমিটি আদতে কার তা নিয়ে খোঁজ শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের নামে রয়েছে রবীন্দ্র মঞ্চের জমি। তাই রবীন্দ্র মঞ্চের দেখভালের দায়িত্ব যাতে রাজ্য সরকারের হাতেই যায় সেটাই চাইছেন শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের পরিচালন সমিতির সদস্যরা। পরিচালন সমিতির সদস্য কৌশিক দত্ত বলেন, 'আমরা চাইছি দীনবন্ধু মঞ্চের আদলেই রবীন্দ্র মঞ্চ চলুক।' পর্যটনমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে বলেন, 'রবীন্দ্র মঞ্চের জমি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করা হয়েছে। ওই জমি নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।' মেয়র বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর কাজ শেষ করে রবীন্দ্র মঞ্চ আমাদের কাছে লিখিতভাবে হস্তান্তর করেছে। আমাদের দেওয়ার পরেও আবার মন্ত্রীর এমন আচরণ শোভা পায় না।'

পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা শিবির

বাগডোগরা, ১২ অক্টোবর ঃ রুরাল ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বিধাননগর সংলগ্ন মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে পথ নিরাপত্তা নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির করা হয়। শিবিরে সহায়তা করেন মুরালিগঞ্জ নবযুব সংঘের সদস্য ও স্থানীয় যুবকরা। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা ও যানবাহন চালকদের পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন করা হয়। রুরাল ট্রাফিকের ওসি অমিতাভ ঘোষ জানান, এদিন পথ নিরাপত্তা নিয়ে সকলকে সচেতন করা হয়েছে। এদিকে, পুলিশের এই পদক্ষেপে খুশি সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন যানবাহন চালকরা।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

চার জুয়াড়ি গ্রেফতার

ইসলামপুর, ১২ অক্টোবর ঃ বুধবার গভীর রাতে ইসলামপুর শহরের দেশবন্ধুপাড়া এলাকার একটি ক্লাবে অভিযান চালিয়ে চার জুয়াড়িকে গ্রেফতার করল ইসলামপুর থানার পুলিশ। জুয়ার বোর্ড থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪৫০০ টাকা। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন অভিযান চালানো হয়। কালীপুজোর আগে এই ধরনের অভিযান লাগাতার চালানো হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

ছটপুজোর আয়োজন নিয়ে পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের

বৃহস্পতিবার মহানন্দায় ছটপুজো করতে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি ঃ তপন দাস

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ ছটপুজোর সময় যাতে কারও কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য বেশকিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার মৈনাক টুরিস্ট লজে পর্যটন দপ্তরের অফিসে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক সিরাজ দানেশ্বর, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক দীপাপ প্রিয়া পি। সেখানেই ছটপুজো নিয়ে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে স্থির হয়েছে, ঘাট বানানো থেকে শুরু করে ঘাট থেকে তিন ফুট পর্যন্ত এলাকা বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়ার কাজ করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম, এসজেডিএ ও পূর্ত দপ্তর। এবার যেহেতু নদীর মাঝে বালির বস্তা দিয়ে কিংবা বাঁশ পুঁতে মণ্ডপ বানিয়ে পুজো করা যাবে না, তাই প্রশাসনের উদ্যোগে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দা নদীর ঘাটে কয়েক লক্ষ মানুষ ছটপুজোয় অংশ নেন। ওই ঘাটের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন কিলোমিটার বাড়ানো হচ্ছে। এই কাজ করবে এসজেডিএ ও পূর্ত দপ্তর। ঘাট থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত জায়গা বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। পঞ্চায়েত এলাকায় এই কাজ করবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'ছটপুজো নির্বিঘ্নে আয়োজন করতে পূর্ত দপ্তর, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, শিলিগুড়ি পুরনিগম পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পুরনিগমকে বলা হয়েছে, নদীর জলে যাতে কেউ কোনো আবর্জনা না ফেলে তা খেয়াল রাখতে।'

অন্যদিকে, কংগ্রেসের দুই নেতা রাজীব পাঠক ও রাজেশ যাদব এদিন বিধায়ক শংকর মালাকারের সঙ্গে দেখা করে ছটপুজো নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানান। পরে শংকরবাবু বলেন, 'অনেকেই অভিযোগ করছেন আমার কাছে এসে। সকলেই উদ্‌বিগ্ন পুজোর আয়োজন করা নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তো ছটে ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু ছটপুজো কোথায় হবে সেটাই বুঝতে পারছেন না অনেকে।' বিজেপি-র শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায়চৌধুরি বলেন, মার্চ মাসে যখন ওই নির্দেশিকা এল তখন কেন পুজো উদ্যোক্তাদের জানানো হল না? তাহলে অনেক সময় ছিল। আমরা আদালতে যেতে পারতাম। সিদ্ধান্ত জানানোয় এত দেরি করা ঠিক হয়নি।'